Mankar College
Mankar, Purba Bardhaman -713144, West Bengal
(Affiliated to The University of Burdwan)

**********

**STUDY MATERIAL**

| | |
|---|---|
| Subject | Bengali |
| Section | U.G. |
| Semester | I |
| Course Code | CC-1 |
| Title | Bangla Sahityer Itihas |
| Prepared by | Dr.Arijit Bhattacharyya |

# যুক্তি-তর্কের বৃত্তান্ত ও লালন : প্রসঙ্গ লোকশিক্ষা

লালনের গানে যেমন মুক্ত মানুষের বন্দনা আছে তেমনি জাতপাত সম্পর্কিত প্রশ্নও আছে । কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন ভাবেন তেমন ফর্মুলা তাঁর পন্থায় খাটেনি । জাতপাতের বিরোধী আন্দোলন গড়তে গিয়ে প্রতিবাদী মানুষেরা প্রথমে দলে বা সম্প্রদায়ে সংঘবদ্ধ হয়, এবং তা পরে অপর আরেকটি জাতেরই সৃষ্টি করছে, যাদের মধ্যেও নীতি-নিষেধ দ্বারা সংকীর্ণতা এসে যাচ্ছে । জাতের বাঁধন দুর্বল করতে গিয়ে এঁরা শেষ পর্যন্ত একাধিক জাতের পুনর্জন্ম দিয়েছে ।

এই ধরণের সম্প্রদায় পরবর্তীতে অবলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন বাংলায় সাহেবধনী, কর্তাভজা, প্রভৃতি সম্প্রদায় । কিন্তু লালন ও বলরাম পরবর্তীদের জন্য একটা বড় সত্য রেখে গেছেন । কবীরের মতো তাদেরও বলবার কথা এই যে,

*“it is difficult to change social customs, and that is generally necessary to respect them, but the true human reality is a different one, one in which*

*each human being is judged on his own merits, not those of his birth in a particular family."*

*( The kabir-panth and social protest , David N. Lorenzen , Pg. 292-303 )*

বাংলা তথা নদীয়ায় গৌণধর্মগুলির উদ্ভবের কারণ স্বরূপ অনুমান করা যায়, হয়তো অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষ গ্রামের পরিমণ্ডলে সমাজ ও অর্থনীতির বিপন্ন সময়ে বড় ধর্মের বা উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের কাছে আশ্রয় পাননি, এমনকি জোটেনি মানবিক স্বীকৃতি । ফলত এঁরা অনেকগুলি সমান্তরাল অবস্থান ও বিকল্প ধারণার সন্ধানে গড়ে ওঠে, যেমন ব্রাহ্মণদের বদলে শূদ্র নেতৃত্ব, শাস্ত্রের বদলে গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা, মূর্তির বদলে মানুষ ভজন, ভাববাদের বদলে দেহবাদ, মন্ত্রের বদলে গান- ইত্যাদি এইসব সম্প্রদায়ের সাধারণ লক্ষণ । এইসময়ে সন্নিহিত জনপদ জীবনে চৈতন্য প্রভাবিত উদার জীবনবোধ হয়তো তাঁদের প্ররোচনা দিয়েছিলো মূর্তিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি এবং ভেতর ভেতর কাজ করেছিলো ইহজীবনের বিফলতা বিষয়ে বৌদ্ধচিন্তার বীজ । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর অন্য একটা দিক ভেবেছেন । তাঁর মনে হয়েছে,

***"কৃষিজীবী জনসাধারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছে, বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য যুগে তাদের সামাজিক স্থান যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে । ... মানবিকতাবাদ ধর্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে, ঐ ধর্ম প্রত্যয়ই সমাজ জীবনে বঞ্চনার জন্য সান্ত্বনা জুগিয়েছে, ঐ ধর্ম প্রত্যয়ই ক্ষতিপূরণের সান্ত্বনা এনেছে মানবিকতার পথে । ... যে কৃষি অতীতে তাদের স্রোতের উৎস, সেখানে তাদের অবস্থান নয়, আর যেখানে তাদের অবস্থান সেখানে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব নেই, লোকজ ধ্যান-ধারণায় তাদের জীবন জড়ানো, অথচ ঐ ধ্যান-ধারণা জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে না তাই ... দেহ তরণীর হাল ধরে সংসারে জীবনযাপনের তাদের মুমূর্ষু চেষ্টা ।"***

*( বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ , হাবিবুর রহমান , বাংলা একাডেমী , ঢাকা )*

বলরাম তাঁর গোষ্ঠীর মানুষদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতশাস্ত্র আর তার রক্ষক ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে । বলরামের মৃত্যুর পর তাঁর সাধনসঙ্গিনী ব্রহ্মমালোনীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন পন্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । তাতে তাঁর মনে হয়েছিল ,

*"The most important feature of this cult was the hatred that he taught his followers to entertain towards Brahmins."*

*( নদীয়া জেলার সিদ্ধযোগী, আর্য্যাবর্ত, ১ম বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, ১৩১৭ )*

তিনি আরো লক্ষ করেছিলেন ,

*"They are known not only by the absence of sect marks on their person, but also by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at the time of asking for alms."*

*( নদীয়া জেলার সিদ্ধযোগী, আর্য্যাবর্ত, ১ম বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, ১৩১৭ )*

একথা বলা যাতেই পারে যে, বাউলের সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হয়নি । রাঢ় অঞ্চলের বাউল বলতে মূলত বৈষ্ণব জাতিদের বোঝায় । তাঁরা রাঢ়ের জনজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য । ভিক্ষা করেন ও মেলা মহোৎসবে বৈষ্ণব সমাবেশে আসেন । অথচ নদীয়া – মুর্শিদাবাদে এঁরা প্রধানত নিম্ন বর্ণের দরিদ্র কৃষিজীবী । রাঢ়ের বাউলদের বাউল-বৈষ্ণব বলে যেমন , তেমনি মধ্য-উত্তর পূর্ববঙ্গে বলা হয় বাউল-ফকির । বাংলার বাউলের স্বরূপ, স্বভাব, জীবনযাপন, ক্রিয়াকরণ বিচিত্র ও জটিল। নানাধারার সন্নিপাতে বর্ণময় ও বিভাজিত । মধ্যযুগের বাংলার নানা লোকায়ত ও শাস্ত্রবিরোধী ধ্যানধারণা বাউল মতে পর্যুবসিত হয়ে তার পরিবর্তন ও প্রসাধন করেছে । বৌদ্ধ সহজিয়া , বৈষ্ণব সহজিয়া , নাথ পন্থ , তন্ত্র ও সুফিবাদ মিলে মিশে তৈরি হয়েছে বাউল-হকির-দরবেশিদের রহস্যময় জগৎ । নানা বিশ্বাস ও ভাবনার সংকলিত ভাষ্য । লোকায়তিক সমৃদ্ধ পরম্পরার এক সম্পন্ন উদ্ভাস বাংলার বাউল ।

লালনের রচিত পদাবলিতে 'আউল' শব্দটি বিশৃঙ্খল সাধনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । সুফী শব্দ বা সুফী গোষ্ঠীর ঐতিহ্য তাঁরা দাবী করেননি । এ পন্থার সাধনায় তত্ত্বজ্ঞানের জন্য এবং সাধনার প্রয়োজনে গুরু গুরুত্বপূর্ণ । এঁরা গুরু পারম্যবাদী, গুরুই গৌর, মুর্শিদই নবী, খোদা । এঁরা আত্ম তত্ত্বে আপ্ত বা সিদ্ধ হবার সাধনা করেন তাই জাত-পাত-গোষ্ঠীর স্থান নেই ।

বাউল সাধনা মূলত দেশজ ও সুফীতত্ত্বের সমন্বিত সাধনা । কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে বাউলের সাধনসংগীতে দেশীয় তত্ত্বের বিয়োজন ঘটে । এ গানে হেদায়েতি বিষয়ক ভাব ও সুফীতত্ত্বের অবতারণা করা হয়। এই সময় থেকেই বাউল গানের বিচার শাখার সূচনা হয় । বাউলের মধ্যে সাধন-ভজনে মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সেগুলোর সুচারু ব্যাখ্যারই অপর নাম বিচারগান । ঢাকা ও এর সন্নিহিত অঞ্চলে বাউল গান বিচারগান নামে পরিচিত । আবার টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চলে এ জাতীয় গান ফকিরালী এবং পূর্ব সিলেটে বাউলা গান নামে পরিচিত (ভাবসংগীত, ধুয়াজারি, শব্দগান ও ফকিরীগান বাউল গানেরই বিভিন্ন রূপ)। বিচারগান বলতে আত্মতন্ত্র, পরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব বোঝায় । এখানে বিচারের সিদ্ধান্ত হল আত্মতত্ত্ব অবলম্বন করে গুরুতত্ত্বে পৌঁছাতে হবে, কিংবা ঠিক তার উল্টো । অর্থাৎ গুরুর নির্দেশে চললে আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব স্বচ্ছভাবে ধরা পড়বে । শরিয়তে গুরু বা মুর্শিদ অগ্রহণীয় । মারফৎ একান্তভাবে গুরুকেন্দ্রিক । লালনপন্থা ইহজীবনেই কেবল বিশ্বাসী, পূর্ব ও পূর্জন্মে আস্থাহীন । তাই ইহজীবনের সুখ ও দেহ জীবনের নিয়ন্ত্রণ তাঁর সাধনার মূলকথা (এর সাথে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্বের তথা সহজিয়া পন্থার মিল লক্ষ্যনীয় )।

***" বাউল সাধনার লক্ষ এবং উদ্দেশ্য বিচার করতে গেলে তাদের জীবনবাদের প্রসঙ্গকে জানতে হয়। বাউল তত্ত্বে বলা হয় যে সর্বজন রজে-বীজে জাত, মরণশীল এবং সমদুঃখ সুখ সম্পন্ন । কিন্তু অহং চেতনায় মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে ; অন্যাপেক্ষা অধিকতর ভোগ করতে চায় । সমাজে সৃষ্টি করে স্বার্থের সংঘাত । কিন্তু তৃপ্তির তত্ত্ব না জানায় মানুষ অতৃপ্ত থাকে । অধিকতর ধন, ভূমি, নারীর উপর সে নিজের দখলদারি প্রসারিত করে । মৃত্যু, ব্যক্তির এরকম মালিকানাসমূহ মুছে দেয় । কিন্তু অধিকারবোধের আচ্ছন্নতায় এবং সুখের মরীচিকার পশ্চাদধাবনে***

*মানুষ জীবনের সুখ আনন্দের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় । তার পিপাসা মেটে না । ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের অনুরূপ বাউলের নেতিবাচক এ বক্তব্য ।"*

*( শক্তিনাথ ঝা , গুপ্ত দেহ-সাধনা এবং তার সমাজতত্ত্ব, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা ৯৬ )*

লালনকে যদি বাংলার বাউল-ফকির সাধনা পরম্পরার সবচেয়ে বড় তত্ত্ব বলা হয় তাতে বিতর্কের সম্ভাবনা কম । তাঁর গানে প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, যুক্তির অস্ত্র শাণিত ও উজ্জ্বল । ব্যক্তিগত উপলব্ধি আর আত্মস্থ অভিনিবেশ, জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে বোধের গভীরে নিয়ে গিয়েছিল ও নিজের ধর্মীয় অবস্থানকে যুক্তি তর্ক দিয়ে মজবুত করেছিলেন । হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ছত্রছায়া ছেড়ে তিনি দরবেশ বা ফকিরি মতে খিলাফৎ নিয়েছিলেন বাস্তববোধ থেকেই । ভাববাদ গৌণ করে প্রতিবাদী যুক্তি দিয়ে সমর্থক বা শিষ্য টানতে হয়েছিল দলে । এই কাজ সহজ ছিল না । এই ভাব-আন্দোলনের আগে , আঠারো শতক থেকে 'নসিহত'নামা জাতীয় নীতিশাস্ত্রের রচনা লেখা রীতি চালু ছিল এবং 'বেশরা' কাজের বিরুদ্ধে শরিয়ৎবাদীরা গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার করতেন । আবার আধা-মুসলমানরা (যাঁদের মধ্যে শীতলা, দেওয়ালি, হোলি, ভাই দ্বিতীয়া, পালাপার্বণ, লক্ষ্মীবার মানা, গরুপূজা -এসব প্রথা ছিল) এবং মুসলমানদের একটা বড় অংশ পীরের দরগায় হত্যা দিতেন, মানত করতেন, বাতি দিতেন। পীরের মুরিদ (শিষ্য) হবার ব্যগ্রতা ছিল এবং ইসলামি রীতিকৃত্য অনেকে জানতেনই না । রফিউদ্দিন আহমেদের লেখা 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' (১৯৮৭) থেকে জানা যায়, বহু চেষ্টাতেও গ্রামের নিম্নবর্গের মুসলমানদের ইসলামি আচরণবাদে দুরস্ত করা যায়নি ।

কুসঙ্গস্কার ও অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসে লালনের এবং দুদ্দুর গানে হত্যা দেওয়া, কবচ বেচা, তাবিজ দেওয়া, শুষ্ক বৈরাগ্য, পাথরপূজা, লিঙ্গপূজা, সিন্নি দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লৌকিক কুসংস্কার ও ধর্মহীনতার প্রতিবাদ আছে । কারণ লালনপন্থা বিকল্প এক সুদৃঢ়

মানবতাবাদে দীপ্ত । জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, তীর্থ-ব্রত, সত্য-মিথ্যা, সবই মানবদেহে সাধ্য এমন সাধনার তাঁরা প্রচারক ।

*" না জেনে ব্রহ্মের করণ / নোড়াপূজার করে প্রচলন।*

*না জেনে পুরুষ প্রকৃতি / শিবলিঙ্গ পূজে হয় সতী ।। "*

অথবা,

*" মানুষ রেখে পূজে মলি খড়ের বোন্দা । "*

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের বহুঘোষিত উচ্চবর্গীয় আত্মতুষ্টির পাশে গ্রামীন নবজাগরণের যে ইতিহাস লালন প্রমুখের মানবপন্থায় জারিত ছিল তার প্রচার, বাণী যথার্থ মূল্য আজও পেলো কি ?

বাউল-ফকিরদের মানবতাবাদের ভিত্তি এই প্রসঙ্গে চার্বাক বা লোকায়তের শিক্ষা তাঁদের সঞ্জীবিত করেছে কিনা দেখা যায় । ঈশ্বরের রূপ না দেখে এঁরা কোনো ভজনায় রাজি নন ।

তাঁদের প্রশ্ন –

*" যাহা দেখিনি নয়নে / তাহা ভজিব কেমনে ? "*

তাঁদের বিশ্বাস –

*" পাবে সব বর্তমানে / প্রাপ্তি যাহাও জীবনে । "*

চার্বাকপন্থীদের মতো এঁরা বলেন প্রত্যক্ষই একমাত্র অনুমান । তাঁদের চলতি কথা হল-

*" আমাদের অনুমানের পথ নয়, বর্তমানের পথ । "*

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চার্বাকসূত্র ধরে 'অনুমান তত্ত্ব' বুঝিয়েছেন,

*" অনু + মান = অনুমান । সহজ কথায়, পরবর্তী জ্ঞান – অন্য কোন জ্ঞানের পরবর্তী জ্ঞান । অর্থাৎ কোনো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল আরেকরকম জ্ঞান । 'চরক সংহিতা' অনুসারে অনুমান ছিল তিন প্রকার – কারণ অনুমান, কার্য অনুমান, ও সামান্যদৃষ্ট অনুমান ।"*

*( বাউলদের যৌনজীবন ও জন্মনিয়ন্ত্রন , গণস্বাস্থ্য , বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ , ১৩৯১ )*

তবে লালনগীতির অনুমানের তাৎপর্য ভিন্ন । তাঁর কথায় 'বর্তমান' আর 'অনুমান' বিশ্বাসের দুটি আলাদা মার্গ । বর্তমান হল- ইহজীবন, দেহ, শ্বাস-প্রশ্বাস, জন্ম-মৃত্যুর চাবি, বৃন্দাবন –রাধা, কৃষ্ণ, ইত্যাদি । অনুমানের আরেক নাম আন্দাজি পথ । বাউলদের কথায়,

*" যেও না আন্দাজি পথে "*

বরং দেহের মধ্যে উপলব্ধি কর এই সব অনুমানকে , সেটাই প্রত্যক্ষ ।

*" কাগজে চিনি শব্দ লেখা যায় / সেই কাগজ চাটিলে কি মুখ মিষ্টি হয় ? "*

এইসব বিতর্ক ও প্রশ্নবাণ লালনপন্থার পক্ষ থেকে বারবার ওঠে । যুক্তি এর মূল অস্ত্র যা যেকোনো যুগে প্রাসঙ্গিক। সচেতন সমাজ-ইতিহাসে যারা আগ্রহী তাঁদের অনেক উপাদান উপকরণ মিলবে এর থেকে ।

লালনপন্থার মূলকথা মানুষ আর জীবন রহস্যের সমাধান–নিয়ন্ত্রণ তাঁর পন্থা । লালন দুটি গানে স্পর্ধিত অহংকার দেখিয়েছেন –

১। *" দেব দেবতার বাসনা যে / মানুষ জন্মের লাগিয়ে । "*

২। *" অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই / শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই । "*

এই মানবজন্মের যে মূল বস্তু সেই জীবনরস বা বীজ আমাদের বাউল-ফকির-সহজিয়ারা বহুদিন থেকে পালন করেন । তাকে বলে চারিচন্দ্র সাধনা । এই চারচন্দ্র হল- মল, মূত্র, রজ, বীর্য। এই বর্গের সাধকরা সাধনার এক বিশেষ পর্যায়ে চারিচন্দ্র একত্রে গ্রহণ করেন । এই অভ্যাসকে

মৌলবীরা 'ঘৃণ্য' , 'কদর্য' , 'জঘন্য' বলেছেন । সভ্যরুচি ও উচ্চ সমাজ মঞ্চ থেকে সবকিছুর মীমাংসা করা কঠিন, কারণ চারিচন্দ্র সাধনা খুব প্রাচীন প্রথা, তবে অবশ্যই গোপন এর পদ্ধতি ও প্রকরণ । খানিকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি থেকেও জারিত । এর স্বপক্ষে বলা যায় –

***" একটি সত্য এই যে, মানুষের শরীরে দুটি চেতক এন্টিজেন আছে যা শরীরের প্রতিরোধ পদ্ধতির (Immunological System) অন্তর্ভুক্ত নয় । এই দুটি হল চোখের জলের জলীয় পদার্থ বা অশ্রু এবং বীর্য । এই দুটির অংশ কোনক্রমে রক্তে মিললে বিশেষ এন্টিবডি উৎপন্ন করতে পারে । সম্ভবত ঐ বীর্যপানরত পুরুষ নিজের বীর্য দ্বারাই শরীরে এন্টিবডি উৎপন্ন করবে এবং তাতে শুক্রাণুর উৎপাদন অবশ্যই অল্প হবে । তাই দেখা যায়, বাউলদের সন্তান সংখ্যা অল্প । তবে স্মরণযোগ্য, নারী কখনও এই বীর্য পান করে না । "***

*( বাউলদের যৌনজীবন ও জন্মনিয়ন্ত্রন , গণস্বাস্থ্য , বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ , ১৩৯১ )*

তবে এর থেকে বোঝা সহজ হয় সাধনার প্রয়োগগত দিক নিয়ে মৌলবীরা যে বস্তুকে অপবিত্র বলেছেন তা পবিত্র, কেননা তা-ই জীবনের উৎস । এখানেই লালনের মানবজীবনের পবিত্রতা বিষয়ে যুক্তি অকাট্য হয়ে যায় ।

***" বাউলমতের প্রসার ও সাধনার পথ কোনোকালেই সুগম ছিল না । শাস্ত্রাচারী হিন্দু আর শরীয়তপন্থী মুসলমান উভয়ের নিকট থেকেই বাউল অবজ্ঞা-নিন্দা-নিগ্রহ-বিদ্বেষ-অবিচার অর্জন করেছে । মুসলমানদের চোখে তাঁরা বেশরা, বেদাতি, নাড়ার ফকির আর হিন্দুদের কাছে ব্রাত্য, পতিত, কদাচারী, হিসেবে চিহ্নিত । শিক্ষিতজনের ধারণাও অনুকূল ছিল না । নদীয়া-কাহিনীর লেখক কামরিপুর চরিতার্থতা সাধনা'ই বাউলসাধনার উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেছেন । বিষাদসিন্ধু খ্যাত মীর মশাররফ হোসেনও বাউলদের সম্পর্কে ঘৃণার সুর চরিয়ে বলেছেন, এরা আসল সয়তান, কাফের, বেঈমান/তা কি তোমরা জান না'(সঙ্গীত লহরী)। এ ছাড়া বাউল-ফকিরদের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছে নানা পুথি পুস্তিকা । প্রদত্ত হয়েছে নানা বিধান আর ফতোয়া । "***

( আবুল আহসান চৌধুরী , বাংলাদেশে বাউলদের চালচিত্র , বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা ২১৪ )

আজকের বর্তমান পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বাউল গানের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় তা অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা লক্ষ করি যে, যুক্তি –তর্কের নিরন্তর খেলা এই সময়ের শিক্ষিত মানুষকে আজও ভাবিয়ে তোলে । প্রাবন্ধিক আহমদ মিনহাজ –এর সাথে আমরা একমত হয়ে বলতেই পারি যে, **"আমরা জানি আধুনিক মানুষের মনে জগৎ সম্পর্কিত বহুরকমের স্ববিরোধ স্থান পায়, স্ববিরোধ পরিত্যাগ করে কোনো একটি মতে বিশ্বাসে স্থির করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও বা তা সম্ভবপর হয়, তার মনের আধুনিকত্ব তার চেতনার প্রাগ্রসরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই – যুক্তির হেত্বাভাস এখন এত প্রবল যে নিঃসংশয় বিশ্বাস অচল ...।"**

( আহমদ মিনহাজ, বাউলগান – একটি মধ্যবিত্ত ভাবনা, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা ১৫৭ )

পরিশেষে তাই আমরা আজ বলতেই পারি যে, বাংলার ভাব আন্দোলনের যে প্রধান ধারা সম্পর্কে আমরা কথা বলছি তার বিদ্রোহ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে । লালনের পথ জাতপাত মানে না, হিন্দু-মুসলমান ভেদ করে না, বরং প্রজ্ঞার সাধনার দিক থেকে তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সাধনার পথে মানুষ কতদূর অগ্রসর হতে পারলো তা বিচার করতে পারার ক্ষমতা তৈরি করতে পারা । একথা তাই আমরা আজ বলতেই পারি –

" জাগো বাংলার বাউল

তত্ত্ব গানে মত্ত হয়ে ভেঙ্গে দাও মনের ভুল । "

.....

**এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলি ছাড়াও অন্যান্য যেসব গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো –**

ক) আবু তালিব সঃ : লালন শাহ ও লালন গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১ ।

খ) সুধীর চক্রবর্তী : ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪ ।

গ) সুধীর চক্রবর্তী : বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, কলকাতা , ২০০৯ ।

ঘ) শক্তিনাথ ঝা : ফকির লালন –দেশ কাল শিল্প, বর্ণ পরিচয়, কলকাতা, ২০০৭ ।

ঙ) ফরহাদ মজহার : সাঁইজির দৈন্যগান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬ ।

- **ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য- সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ, পূর্ব বর্ধমান ।**